ইলমে হাদীসের প্রতি আগ্রহ

29 October 2026

(For islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)





ইলমে হাদীসের প্রতি আগ্রহ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযিলত:..... 5
বয়ান শোনার নিয়ত..... 5
নেককার লোকদের একটি বৈশিষ্ট্য:..... 6
নেককার লোকদের খুশি করার পদ্ধতি:..... 7
ইমাম সুয়ূতী এবং ইলমে হাদীসের প্রতি আগ্রহ:..... 8
বারগাহে রিসালাত হতে উপাধি লাভ..... 9
হাদীস কাকে বলে?..... 10
হাদীস পাঠ করার ফযিলত..... 11
ক্ষমার একটি কারণ..... 12
কুরআন মাজীদে মুহাদ্দিসগণের আলোচনা..... 13
হাদীসে পাকের জন্য সফরের ফযিলত..... 14
হাদীস শেখার ফযিলত:..... 16
হাদীস শেখার বরকতে ক্ষমা লাভ..... 16
আল্লাহ্ পাক তাকে সজীব ও সতেজ রাখুক..... 17
সজীব ও সতেজ চেহারার অধিকারীদের শান..... 17
চোখের জ্যোতি ফিরে এলো..... 18
হাদীস শেখার প্রতি কেন এই অনাগ্রহ?..... 19
আমি হাদীসকে যৌক্তিক মনে করেই পড়ি..... 20
দাওয়াতে ইসলামী ও হাদীসের খিদমত..... 21
নেক আমল ৫৯ এর প্রতি উৎসাহ:..... 23
হাদীসে পাক সংক্রান্ত মাদানী ফুল:..... 23
ঘোষনা:..... 24
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 25
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:..... 25

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:..... 25
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:..... 26
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:..... 26
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:..... 26
(৬) দরূদে শাফায়াত:..... 27
(১) এক হাজার দিনের নেকী..... 27
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:..... 27
সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৯ অক্টোবর ২০২৬ইং..... 28
হাদীসে পাক সংক্রান্ত অবশিষ্ট মাদানী ফুল:..... 28
ইলম বৃদ্ধির দোয়া:..... 29
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি..... 30
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:..... 31
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী..... 33
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল..... 33
মাসিক ৪টি নেক আমল..... 34
বার্ষিক ৩টি নেক আমল..... 34
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া..... 34

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়ত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়তও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযিলত:

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّيْ عَلَيَّ صَلَاةً اِلَّا عَرَجَ بِهَا مَلَكٌ حَتّٰى يَجِيْءَ بِهَا وَجْهَ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اِذْهَبُوْا بِهَا اِلٰى قَبْرِ عَبْدِيْ تَسْتَغْفِرُ لِقَائِلِهَا وَتَقَرُّ بِهَا عَيْنُه۔

অর্থাৎ যখন কোন বান্দা আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন ফেরেশতারা ওই দরূদ শরীফ নিয়ে উপরে যায় এবং আল্লাহ পাকের দরবারে পৌঁছে, তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: এই দরূদ শরীফটি আমার বান্দার কবরে নিয়ে যাও, এই দরূদ শরীফ তাঁর পাঠকারীর জন্য ইস্তিগফার করতে থাকবে এবং সেই (বিশেষ বান্দার) চোখের শীতলতা হতে থাকবে।

(মুসনদে ফেরদৌস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১০, হাদীস: ৬০২৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হিজরী ক্যালেন্ডার অনুসারে ৫ম ইসলামী মাস জুমাদাল উলা চলমান রয়েছে, ১৭ই জুমাদাল উলা ইমাম ইবনে ইমাম, আলিম ইবনে আলিম মুফতি ইবনে মুফতি, ওলী ইবনে ওলী অর্থাৎ শাহজাদায়ে আ'লা হযরত, জানশীনে আ'লা হযরত শাহ হামিদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরসে পাক হয়ে থাকে। আর ১৯ জুমাদাল উলা নিজের যুগের অনেক বড় ইমাম, মহান মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, আলিম, ক্বারী, মুফতি, অনেক বড় আশিকে রাসূল, ওলীয়ে কামিল ইমাম আব্দুর রহমান জালাল উদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরসে পাক হয়ে থাকে। আমাদের উচিত যে, আমরা আমাদের যেন এই বুযুর্গদের স্মরণও করি এবং তাঁদের দিবস আসলে বিশেষত্বের সাথে তাঁদের কল্যাণকর আলোচনা করি এবং তাঁদের জন্য ঈসালে সাওয়াবের আয়োজনও করি। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:যদি আমরা আমাদের বুযুর্গদের সুখের সময় স্মরণ রাখি, যদি আল্লাহ না করুক জীবনে কোন খারাপ সময় এসে যায় اِنْ شَآءَ الله বিপদের সময় ওই সকল বুযুর্গদের রুহানী ফয়যান নসীব হবে। **(ফতোওয়ায়ে রযভিয়া, খণ্ড: ২৬, পৃ: ৫৯১)**

নেককার লোকদের একটি বৈশিষ্ট্য:

কুরআনুল করীমে নেককার লোকদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে থেকে একটি বৈশিষ্ট্য এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, নেককার লোকেরা তাদের পূর্বের বুযুর্গদের, নেককার লোকদের এবং ঈমানদারদেরও স্মরণ রাখে এবং তাঁদের জন্য দোয়াও করে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ঐসব লোক, যারা তাদের পরে এসেছে তারা আরয করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের ভাইদেরকেও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে।

(পারা: ২৮, সূরা: হাশর, আয়াত: ১০)

سُبْحٰنَ اللّٰه! জানা গেলো, সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইতে আতহার رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ এবং তাঁদের পূর্বে অতিবাহিত হওয়া ঈমানদারদের জন্য দোয়া করা, তাঁদের জন্য খতমে পাক এবং ফাতিহা ইত্যাদির আয়োজন করা জায়েয এবং ভালো আমল, কারণ এতে ওই সকল বুযুর্গদের জন্য দোয়া করা হয়। **(নুরুল ইরফান, পারা: ২৮, সূরা: হাশর, আয়াত: ১০, পৃ: ৮৭৩ সামান্য পরিবর্তন)**

নেককার লোকদের খুশি করার পদ্ধতি:

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: আমি আরয করলাম:ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার বাবা-মা আপনার প্রতি কুরবান....!! আমরা আমাদের মৃতদের জন্য সদকা করে থাকি, তাদের পক্ষ থেকে হজ্জ করে থাকি, এগুলো কি তাদের কাছে পৌঁছে? ইরশাদ করলেন:হ্যাঁ, এগুলো তাদের কাছে পৌঁছে এবং তারা এই (ঈসালে সাওয়াবের)উপর এমন খুশি হয়, যেমন তোমরা (জীবিত লোক) উপহার পেলে খুশি হও। **(উমদাতুল ক্বারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৯৯, হাদীস: ২১৬)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন আমাদেরকে কেউ উপহার দেয় তখন আমাদের কতটা খুশি লাগে, প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, এরকম খুশি মৃত ব্যক্তিরা ওই সময় হয়, যখন তাদেরকে ঈসালে সাওয়াবের উপহার পেশ করা হয়। এটা কতই না সুন্দর কথা, এখন একটু চিন্তা করুন! আমরা সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ

এর ঈসালে সাওয়াব করি। আউলিয়ায়ে কেরামদের ঈসালে সাওয়াবের উপহার পাঠাই। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গিয়ারভী করি। খাজা হুজুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিয়াজ বানিয়ে মানুষের মাঝে বণ্টন করে এর সাওয়াব তাঁর কাছে পৌঁছাই। আ-লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে সাওয়াব পেশ করি। হাফিজ, ক্বারি, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির প্রমুখ ওলামায়ে উম্মতের দরবারে পেশ করি, এতে এই সকল বুযুর্গগণ কতই না খুশি হন। আর এটা আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস যে, যার উপর সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইতে আতহার, আউলিয়ায়ে কেরাম খুশি হয়ে যান, اِنْ شَآءَ الله তার তরী পার হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। আমাদের বুযুর্গগণ, আল্লাহর নেককার বান্দাদের স্মরণ করার, তাঁদের স্মরণ রাখার, তাঁদের জীবনী ও গুণাবলী পড়ার এবং তাঁদের বেশি বেশি ঈসালে সাওয়াব করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম সুয়ূতী এবং ইলমে হাদীসের প্রতি আগ্রহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ! ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এমন এক সুউচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, যাঁকে স্বপ্নে নয় বরং জাগ্রত অবস্থায় ৭৭ বার প্রিয় আকা, রাসূলুল্লাহ, আহমদ মুজতবা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর যিয়ারত নসিব হয়েছিল। **(বাহজাতুল আবেদীন, পৃ: ১৫৩)**

তাঁর পবিত্র গুণাবলীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো–প্রিয় আকা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর হাদীসসমূহ পাঠ করার প্রতি তাঁর অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তিনি হাদীসে পাকের বহু কিতাব রচনা করেছেন এবং হাদীসসমূহ মুখস্থও করতেন। তিনি বলেন: "আমি ভূপৃষ্ঠে দুই লক্ষ হাদীস

পেয়েছি এবং আমি তার সব কটি মুখস্থ করে নিয়েছি; যদি আরও পেতাম তবে সেগুলোও মুখস্থ করে নিতাম।” **(আল কাওয়াকিবুস সায়েরা, ১ম অংশ, পৃ: ২২৯)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! কল্পনা করুন! এটি কতটা পরিশ্রমের কাজ–হাদীসসমূহ এবং সেগুলোর বর্ণনাকারীদের নাম, অতঃপর প্রতিটি বর্ণনাকারী সম্পর্কিত তথ্য হাসিল করা, কোন বর্ণনাকারী ‘যঈফ’ (দুর্বল) আর কে ‘সহীহ’ (নির্ভরযোগ্য) ইত্যাদি যাচাই-বাছাই করা; ইমাম সুয়ূতী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এসব বিস্তারিত তথ্যসহ দুই লক্ষ হাদীস মুখস্থ জানতেন। আর তাঁর অনুরাগ লক্ষ্য করুন! তিনি বলছেন: “যদি আরও হাদীস পাওয়া যেত তবে আমি সেগুলোও মুখস্থ করে নিতাম।” ইমাম সুয়ূতী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এই অনুরাগ ও পরিশ্রমের কী প্রতিদান পেয়েছিলেন? শ্রবণ করুন!

বারগাহে রিসালাত হতে উপাধি লাভ

ইমাম সুয়ূতী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর একটি কিতাব রয়েছে: ‘**জা**মউল জাওয়ামে’। এই কিতাবে ইমাম সুয়ূতী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه প্রিয় আকা, **মা**ক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীসসমূহ সংকলন করেছেন। তিনি বলেন: একবার আমি স্বপ্নে **প্রি**য় নবী, **রা**সূলে-হাশেমী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর **যি**য়ারত লাভ করলাম, তখন আমি আমার কিতাব ‘**জা**মউল জাওয়ামে’-এর কথা উল্লেখ করলাম এবং আর**য** করলাম: ইয়া রসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কি এই কিতাব হতে আপনাকে কিছু পড়ে শোনাব? **প্রি**য় আকা, নবীগণের সরদার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “শোনাও! হে শায়খুল হাদীস...!”

ইমাম সুয়ূতী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: প্রিয় আকা, দুই জাহানের দাতা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর আমাকে ‘শায়খুল হাদীস’ বলে সম্বোধন করা এটি

এমন এক সুসংবাদ, যা আমার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে, সেই সব কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। **(আন নূরুস সাফিরা, পৃ: ৯১)**

হাদীস কাকে বলে?

سُبْحٰنَ اللّٰه! ইমাম সুয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর কী এক সুমহান মর্যাদা...!! আল্লাহ তাআলা আমাদেরও হাদীসসমূহ পাঠ করা, লেখা, বোঝা এবং মুখস্থ করার **তৌফিক** দান করুক। হাদীসে পাক কী? ❁ আমাদের প্রিয় আকা, আল্লাহর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর যবান মুবারক হতে উচ্চারিত অত্যন্ত চমৎকার ও বরকতময় বাণী ❁ এবং তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র কার্যাবলিকে হাদীস বলা হয় ❁ একইভাবে এমন কোনো কাজ যা তাঁর উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছে অথচ তিনি তা হতে বারণ করেননি, তাকে 'হাদীসে তাক্বরীরী' বলা হয়। **(মুকাদ্দামাতুশ শায়খ, পৃ: ১৮-১৯)**

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ **রযা** খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: ❁ যে ব্যক্তি হাদীসে পাক অস্বীকার করে সে মূলত নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে অস্বীকার করে ❁ যে নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে অস্বীকার করে সে কুরআন মাজীদকে অস্বীকার করে ❁ যে কুরআন মাজীদকে অস্বীকার করে সে আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করে ❁ আর যে আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করে সে প্রকাশ্য মুরতাদ ও কা**ফে**র।

(ফতোওয়ায়ে রযভিয়্যাহ, ১৪ তম খণ্ড, পৃ: ৩১২)

আ-লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: যে ব্যক্তি হাদীসে পাকের অস্বীকারকারী সে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অস্বীকারকারী। যে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অস্বীকারকারী সে কুরআনুল কারিমের অস্বীকারকারী, যে কুরআনুল করীমের

অস্বীকারকারী সে আল্লাহ পাকের অস্বীকারকারী, যে আল্লাহ পাকের অস্বীকারকারী সে সুস্পষ্ট মুরতাদ ও কাফের।

(আশ শরীয়াহ লিল আজর্রী, ১ম অংশ, পৃ: ৫৩)

আল্লামা মুহাম্মদ বিন হোসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কুরআনের যত বিধান রয়েছে, সেগুলো হাদীসে পাক ব্যতীত বোঝা সম্ভব নয়। যেমন- কুরআন মাজীদে নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে, কিন্তু ❁ কীভাবে পড়তে হবে? ❁ এর শর্তাবলী কয়টি? ❁ ফরজগুলো কী কী? ❁ ওয়াজিবসমূহ কোনগুলো? ❁ রুকনসমূহ কীভাবে আদায় করতে হবে? ❁ কোন রুকনে কী পাঠ করতে হবে? এসব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ আমরা প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর হাদীসে মুবারাকা থেকেই পাই। একইভাবে কুরআন মাজীদে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ❁ কতটুকু দিতে হবে? ❁ কখন দিতে হবে? এসবের বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীসে মুবারাকা হতে লাভ করি। তিনি আরও বলেন: যে ব্যক্তি বলে যে 'আমি হাদীসে মুবারাকা ছাড়াই কুরআন মাজীদ বুঝে নেব', সে হলো 'মুলহিদ' (অর্থাৎ বেদ্বীন)। **(আশ শরীয়াহ লীল আজর্রী, ১ম অংশ, পৃ: ৫৩)**

হাদীস পাঠ করার ফযিলত

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! হাদীসের প্রতিটি শব্দ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক একটি সমুদ্র; কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষদের জন্য এসব শব্দের মাঝে রয়েছে আলো, নূর ও হেদায়েত। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে হাদীস পাঠ করার আগ্রহ দিন দিন কমে যাচ্ছে।

পূর্ববর্তী যুগের মুসলমানরা হাদীস পাঠ করার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন; ওইসব উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা যদি সংবাদ পেতেন যে,

অমুক স্থানে এমন একজন ব্যক্তি রয়েছেন যিনি একটি হাদীস জানেন, তবে তাঁরা মাত্র একটি হাদীস শোনার উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ত্যাগ করতেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করতেন এবং হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে শুধুমাত্র সেই একটি হাদীস পড়ার জন্য চলে যেতেন। ইমাম সুয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত আবু আব্বাস মুস্তাগফিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সংবাদ পেলেন যে, মিশরে হযরত আবু হামিদ মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন; তখন তিনি ঘরবাড়ি ত্যাগ করলেন এবং সেই হাদীস শোনার জন্য মিশরে পৌঁছলেন। তিনি হযরত আবু হামিদ মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে হাজির হয়ে হাদীসটি শোনানোর জন্য আবেদন করলেন। তখন তিনি বললেন: "আগে এক বছর রোজা রাখো, তারপর শোনাব।" হযরত আবু আব্বাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর হাদীস শোনার প্রতি এত বেশি আগ্রহ ছিল যে, তিনি পুরো এক বছর রোজা রাখলেন, অতঃপর পুনরায় হাজির হলেন এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ-এর সেই হাদীস শোনার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। **(জমউল জাওয়ামে, ১৪ তম খণ্ড, পৃ: ৩৫২, হাদীস: ১০৯৫৩)**

ক্ষমার একটি কারণ

سُبْحٰنَ اللهِ! এই তো ছিলেন পূর্ববর্তী যুগের মুসলমান...!! হাদীস পাঠ করা ও শোনার প্রতি তাঁদের কতই না প্রবল অনুরাগ ছিল...!! বর্তমানে তো কেবল খাওয়া-দাওয়া আর আমোদ-প্রমোদের নেশাই অবশিষ্ট রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের অবস্থার ওপর রহম করুক। হযরত যাকারিয়া বিন আদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর ইন্তেকালের পর আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন:

হাদীস অন্বেষণের জন্য সফর করার কারণে আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। **(শরফু আসহাবিল হাদীস, ৩য় অংশ, পৃ: ১০৮, সংখ্যা: ২৪১)**

سُبْحَانَ الله! কী শান ও মর্যাদা...!! জানা গেল যে—হাদীসে পাক শেখার জন্য সফর করা অনেক বড় নেকি; এটি এমন এক অনন্য নেকি যা ক্ষমার মাধ্যম হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদে মুহাদ্দিসগণের আলোচনা

আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ
وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সুতরাং কেনো এমন হলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটা দল বের হতো, যারা ধর্মের বুঝ (জ্ঞান) অর্জন করতো এবং ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতো এ আশায় যে, তারা সতর্ক হবে। **(সূরা তাওবা, আয়াত;১২২, পারা: ১১)**

হযরত হাম্মাদ বিন যায়েদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি অনেক বড় আলিম ছিলেন। তিনি বলেন:এই আয়াতে কারীমায় মুহাদ্দিসগণের উল্লেখ আছে।

(মারিফাতু উলুমিল হাদীস লিল হাকিম, পৃ: ১৭১, সংখ্যা: ৪৮)

অর্থাৎ এটা বলা হয়েছে যে, একটি দলের উচিত যেন তারা ঘর থেকে বের হয়, উলামায়ে কেরামের খিদমতে হাজির হয়, সেখানে গিয়ে হাদীস শেখে এবং পুনরায় ফিরে এসে নিজের শহরবাসী, গোত্রবাসী, এলাকাবাসী ও পরিবারের সদস্যদের সেই হাদীসগুলো শিক্ষা দেয়।

হায়! আমাদেরও যেন হাদীস পড়ার, শোনার, শেখার ও বোঝার আগ্রহ নসিব হয়ে যায়।

হাদীসে পাকের জন্য সফরের ফযিলত

রাসূলের সাহাবী হলেন: হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ । প্রিয় আকা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাহ্যিক ওফাতের পর তিনি দামেস্কে চলে গিয়েছিলেন, সেখানেই মানুষকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিতেন এবং হাদীস শোনাতেন। একদা তিনি দামেস্কের জামে মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করল: হে মহান ব্যক্তিত্ব! আমি খবর পেয়েছি যে, আপনি মাক্কী-মাদানী সুলতান صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর একটি হাদীসে পাক বর্ণনা করেন। আমি আপনার নিকট থেকে সেই হাদীসে পাক শেখার জন্য মদীনা পাক থেকে এখানে দামেস্কে এসেছি। হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি অন্য কোনো কাজে আসোনি? তিনি বললেন: না। জিজ্ঞেস করলেন: সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনো নিয়ত নেই তো? আরয করলেন: না। আমি বাড়ি থেকে শুধুমাত্র এই হাদীসে পাক শেখার জন্যই এসেছি।

আল্লাহু আকবর! ভাবার বিষয় হলো, আগের যুগে পায়ে হেঁটে অথবা উট, ঘোড়া ইত্যাদির মাধ্যমে সফর হতো; তখন না ছিল গাড়ি, না বাস, না বিমান...!! মদীনা পাক থেকে দামেস্কের পায়ে হাঁটা পথ কতটা? ২ হাজার ৬ শত ৩২ কিলোমিটার। এই ব্যক্তি এত দীর্ঘ সফর করলেন, ঘরবাড়ি ছাড়লেন, সন্তান-সন্ততি থেকে বিচ্ছিন্নতা বরণ করলেন, সফরের খরচও বহন করলেন এবং কষ্টও সহ্য করলেন এই সবকিছু কিসের জন্য করলেন? শুধুমাত্র একটি হাদীসে পাক শেখার জন্য। অনেক সময় আমরা দূরের সফর করলে সাথে আরও দু-চারটি কাজের কথা ভেবে নেই যে চলো! যখন যাচ্ছিই, তখন সাথে এই কাজ দুটোও করে ফেলি। তাঁর স্পৃহা দেখুন! এত

দীর্ঘ সফর করার পেছনে আর কোনো নিয়ত নেই, শুধুমাত্র একটি হাদীস শরীফই শিখতে হবে। سُبْحٰنَ اللّٰه!

যখন হযরত আবুদ দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাঁর এই প্রবল অনুপ্রেরণা দেখলেন, তখন তিনি যে হাদীসে পাকটি শিখতে এসেছিলেন, সেটি শেখানোর আগেই তাঁকে অন্য একটি হাদীসে পাক শোনালেন। তিনি বললেন: আমি রাসূলে জিশান, মাক্কী-মাদানী সুলতান صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথে চলে, ۞ আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন ۞ ফেরেশতারা তার (সম্মানে) পথে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন ۞ নিশ্চয়ই একজন ইবাদতকারীর ওপর একজন আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব তেমন, যেমন নক্ষত্ররাজির ওপর পূর্ণিমার চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ۞ আলেমের জন্য আসমান ও জমিনের সকল মাখলুক, এমনকি পানির মাছও মাগফিরাতের দোয়া করে ۞ নিশ্চয়ই উলামায়ে কেরাম হলেন আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকারী; আর আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ السَّلَام মিরাসে দিরহাম ও দিনার অর্থাৎ ধন-সম্পদ রেখে যান না, বরং তাঁরা ইলমকে মিরাস হিসেবে রেখে যান। সুতরাং যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করল, সে নবীদের মিরাস থেকে এক বিশাল অংশ লাভ করল।" **(আবু দাউদ, পৃ: ৫৭৮, হাদীস: ৩৬৪১)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! যেন হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সেই পুণ্যবান ব্যক্তিকে এ কথাই বলছিলেন–হে হাদীসে পাকের অন্বেষণে সফরকারী! এটা মনে করো না যে, তোমার এই সফর কোনো নগণ্য উদ্দেশ্যে; না, না...!! তুমি তো অনেক বড় ফযিলতপূর্ণ কাজ করেছ। যে বান্দা এই সফর করে এবং হাদীসে পাক শেখার জন্য বের হয়, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের পথ

সুগম করে দেন, ফেরেশতারা তার মর্যাদার খাতিরে ডানা বিছিয়ে দেন এবং আসমান ও জমিনের সমস্ত মাখলুক তার কল্যাণের জন্য দোয়া করে।

হাদীস শেখার আরো ফযিলত শুনুন।

হাদীস শেখার ফযিলত:

আখেরী নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট একটি হাদীস পৌঁছাল, যার মাধ্যমে কোনো সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয় কিংবা কোনো বিদআতের মূলোৎপাটন করা হয়, তবে সেই বান্দার জন্য জান্নাত নির্ধারিত।" **(হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১০ খণ্ড, পৃ: ৪৫, হাদীস: ১৪৪৬৬)**

۞ হযরত বারা বিন আযেব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি দুটি হাদীস শিখল–যেন তা দ্বারা নিজে উপকৃত হয় অথবা অন্যকে শেখায় যাতে পরবর্তী শিক্ষার্থীরা তা থেকে উপকৃত হতে পারে, তবে তার এই আমল ৬০ বছরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।" **(কানযুল উম্মাল, ১০ম অংশ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৭১, হাদীস: ২৮৮৪৫)**

হাদীস শেখার বরকতে ক্ষমা লাভ

একজন বুযুর্গ ছিলেন; হযরত আবু হাম্মাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তাঁর ওফাতের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর মাথার ওপর অনেকগুলো প্রদীপ ঝুলছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে আবু হাম্মাম! এই প্রদীপগুলো কিসের? তিনি একেকটি প্রদীপের দিকে ইশারা করে বললেন: ۞ এই প্রদীপটি 'হাদীসে শাফায়াত'-এর বরকতে মিলেছে ۞ এই প্রদীপটি 'হাউজে কাউসার' সংক্রান্ত হাদীসের বরকতে মিলেছে ۞ আর এই প্রদীপটি অমুক হাদীসের বরকতে দান করা হয়েছে।

سُبْحٰنَ اللّٰه! জানা গেল যে, মাত্র একটি হাদীসে পাক শিখে নেওয়াও অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। اِنْ شَآءَ اللّٰهُ الْكَرِيْم! কিয়ামতের দিন প্রতিটি হাদীসের জন্য পৃথক পৃথক পুরস্কার দান করা হবে।।

আল্লাহ্ পাক তাকে সজীব ও সতেজ রাখুক

প্রিয় আকা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: **"আল্লাহ্ পাক সেই ব্যক্তিকে সজীব ও সতেজ রাখুক, যে আমাদের থেকে কোনো হাদীস শোনে, তা স্মরণ রাখে এবং অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়।"**

(তিরমীযি, পৃ: ৬২৬, হাদীস: ২৬৫৬)

سُبْحٰنَ اللّٰه! এটি স্বয়ং মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দোয়া। আর এটি কার জন্য? প্রতিটি ঐ ব্যক্তির জন্য যে হাদীসে করীমা শোনে, মুখস্থ করে এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। আপনারা কি জানেন প্রিয় আক্বা মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দোয়ার শান ও মর্যাদা কত?

মনে রাখবেন: মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দোয়া সর্বদা কবুল ও মকবুল। আর তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করছেন যে–হে আল্লাহ! যে বান্দা আমার হাদীস শোনে, মুখস্থ করে এবং তা আগে পৌঁছে দেয়, তাকে সর্বদা সজীব ও সতেজ রেখো।

সজীব ও সতেজ চেহারার অধিকারীদের শান

আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন:

وُجُوْهٌ يَّوْمَىٕذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿۲۲﴾ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿۲۳﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: কিছু মুখমন্ডল সেদিন তরুতাজা হবে। আপন প্রতিপালককে দেখবে। **(সূরা কিয়ামাহ, আয়াত:২২-২৩, পারা: ২৯)**

অর্থাৎ, ۞ কিয়ামতের সেই ৫০ হাজার বছরের দিন...!! ۞ সেই প্রচণ্ড গরম ۞ ভয়াবহ তীব্রতা ও তৃষ্ণার দিন ۞ চরম সংকটের দিন ۞ যখন নফসি-নফসির অবস্থা হবে ۞ মানুষ নিজের ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে ۞ সেই দিনে এমন কিছু শান ও মর্যাদার অধিকারী লোকও থাকবেন, যাদের চেহারা সজীব ও সতেজ হবে এবং তারা আপন রব্বে করীমের দিদার লাভ করবেন।

বিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মাহবুবে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দোয়ার অর্থ হলো: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি আমার হাদীস শোনে, তা মুখস্থ করে এবং হুবহু অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়, তাকে দুনিয়ায় প্রফুল্ল রাখ এবং কিয়ামতের দিন সেই সজীব ও সতেজ চেহারার অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর, যারা হাশরের ময়দানে তোমার দিদার লাভে ধন্য হবে। **(মিরাতুল মানাজীহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৫)**

চোখের জ্যোতি ফিরে এলো

একজন বড় মুহাদ্দিস অতিবাহিত হয়েছেন: হযরত ইয়াকুব বিন সুফিয়ান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তিনি বলেন: আমি হাদীস শিখতাম। একবার হাদীস অন্বেষণের সফরে বের হলাম। এই সফরে আমার সফরের পাথেয় শেষ হয়ে গেল। তখন আমি একটি সংক্ষিপ্ত চাকরি খুঁজে নিলাম। রাতে আমি কাজ করতাম আর দিনের বেলায় হাদীসে করিমা শিখতাম। একবার শীতকাল ছিল, আমি চেরাগের আলোতে বসে লিখছিলাম। হঠাৎ আমার চোখে পানি নেমে এল এবং আমার চোখের জ্যোতি চলে গেল। এতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হলাম; আমি আমার ঘর থেকে দূরে, এত কষ্ট সহ্য করছি, যার উদ্দেশ্য হলো হাদীস শেখা। এখন চোখের জ্যোতিই নেই, আমি কীভাবে হাদীসে করীমা

শিখব? এই দুঃখের ঘোরে কাঁদতে কাঁদতে আমার চোখ লেগে এল (ঘুমিয়ে পড়লাম)। এদিকে চোখ বন্ধ হলো আর আমার ভাগ্যের তারা চমকে উঠল।

প্রিয় আকা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে তাশরিফ আনলেন। ইরশাদ করলেন: ইয়াকুব! কেন কাঁদছ? আর**য** করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! চোখের জ্যোতি চলে গেছে, এখন হাদীস কীভাবে শিখব...? ইরশাদ করলেন: ইয়াকুব! কাছে এসো। আমি কাছে গেলাম। **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার চোখের ওপর নিজের মুবারক হাত রাখলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! যখন আমার ঘুম ভাঙল, তখন চোখ দুটি জ্যোতির্ময় হয়ে গিয়েছিল। **(তাহযিবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৪২)**

কী অপূর্ব শান এই হাদীস প্রেমিকদের...!! তাঁদের সাহায্য করা হয়। **প্রিয়** মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের ওপর **দয়া করেন**। তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃপাদৃষ্টি থাকে। বিপদে পড়লে মাহ**বুবে** জিশান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেই **দয়া করেন** এবং স্বপ্নে দিদার ন**সীব** করে বিপদ দূর করে দেন।

হাদীস শেখার প্রতি কেন এই অনাগ্রহ?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! এখন মানুষের অন্তর থেকে হাদীসে পাক শেখার আগ্রহ কমে গেছে। ۞ কম্পিউটার শেখার শখ আছে ۞ সায়েন্স শেখার প্রবল আগ্রহ আছে ۞ কেমিস্ট্রি শেখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে ۞ মনোবিজ্ঞান শেখার জন্য এবং না জানি আরও কত রকমের শাস্ত্র শেখার জন্য মানুষ দূর-দূরান্তে সফর করে, ভিনদেশে যায়, ঘরবাড়ি ছাড়ে, হোস্টেলের খরচ বহন করে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এরপর যখন সন্তান পড়ালেখা শেষ করে ফিরে আসে, তখন খুব গর্ব করে বলা হয়: আমার ছেলে অমুক দেশ থেকে, অমুক বড় ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ে এসেছে।

ঠিক আছে, যদি জায়েয দুনিয়াবী ইলম হয় এবং জায়েয পন্থায় শেখা হয়, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু ইলমে কুরআনের পর সবচেয়ে মহিমান্বিত ইলম হলো ইলমে হাদীস। এর প্রতি আমাদের মনোযোগ নেই কেন?

আমি হাদীসকে যৌক্তিক মনে করেই পড়ি

একজন অনেক বড় আলেম ছিলেন। এটি তাঁর ছাত্রজীবনের ঘটনা। তিনি 'বন্দিয়াল শরীফে' পড়াশোনা করতেন। একবার মাদরাসায় জনৈক দার্শনিক এলেন। ছাত্রদের সাথে তাঁর বৈঠক হলো, পরিচয়ও হলো। সেই আলেম সাহেব, যিনি তখন ছাত্র ছিলেন, ঐ দার্শনিক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: মাওলানা! কী পড়েন? তিনি বললেন: মিশকাত শরীফ (এটি হাদীসে পাকের একটি কিতাব, অর্থাৎ আমি হাদীস পড়ি)।

দার্শনিক বললেন: না...!! আমার উদ্দেশ্য হলো 'মা'কুলাত' বা যুক্তিশাস্ত্রে আপনি কী পড়েন (অর্থাৎ দর্শন, যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি বুদ্ধিভিত্তিক বিদ্যায় আপনি কোন কিতাব পড়েন)? তিনি অত্যন্ত চমৎকার একটি উত্তর দিলেন। তিনি বললেন: "আমি হাদীসে পাককে 'মা'কুল' (যৌক্তিক) মনে করেই পড়ি।" অর্থাৎ প্রিয় আকা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যাঁর ইলমের মতো ইলম আর কারো নেই ۞ যাঁর আকল মুবারক গোটা জগতের আকল থেকে ঊর্ধ্বে। হযরত ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ৭০টি আসমানী কিতাবে পড়েছি যে, আকলকে যদি বিশাল মরুভূমি কল্পনা করা হয়, তবে তার মাত্র একটি অণু পরিমাণ সমস্ত মাখলুককে দেওয়া হয়েছে, আর বাকি সমস্ত আকল মাহবুবে জিশান, মাক্কী-মাদানী সুলতান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে দান করা হয়েছে। ۞ মাহবুবে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বক্ষ সেই

মহান বক্ষ, যে সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেন: রব্বে রহমান কুদরতের হাত আমার সিনায় রাখলেন, এর বরকতে সমগ্র বিশ্বে যা কিছু আছে আমি সবকিছু জেনে নিলাম। **(নাওয়াদিরুল উসুল, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৩)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! যাঁর আকল মুবারক এমন নিখুঁত ও পূর্ণ, যাঁর ইলমে মুকাদ্দাস এমন অতুলনীয়, সেই মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর বাণীসমূহ ও হাদীসের চেয়ে বড় যৌক্তিক কথা আর কী হতে পারে? না...!! দুনিয়ার সমস্ত বুদ্ধি, দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত অভিজ্ঞতা আর যাবতীয় গবেষণা প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর একটি হাদীস শরীফের ওপর কুরবান হয়ে যাক। ۞ যেমন অতুলনীয় কথা ۞ যেমন মহান কথা ۞ যেমন পরম যৌক্তিক কথা সেই মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর, তেমনটি আর কারো হতেই পারে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ۞۞۞ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দাওয়াতে ইসলামী ও হাদীসের খিদমত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফিতনার এই যুগে আপনাদের দাওয়াতে ইসলামী اَلْحَمْدُ لِلّٰه হাদীসে পাকের খিদমতেও নিয়োজিত। আল্লাহ পাকের দয়া এবং তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দানক্রমে দাওয়াতে ইসলামী হাদীসে মুস্তফা পর্যন্ত পৌঁছানো সহজ করে দিয়েছে। যদি আমাদের মনে হাদীসে করীমা পড়ার শখ থাকে, তবে দাওয়াতে ইসলামীর বরকতে অত্যন্ত সহজে আমরা হাদীসসমূহ পড়তে পারি এবং বুঝতেও পারি। ۞ মাকতাবাতুল মদীনার একটি কিতাব হলো: 'ফয়যানে রিয়াযুস সালেহীন'। এতে ১৮৯৬টি হাদীস সহজ অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হয়েছে। ۞ মাকতাবাতুল মদীনার একটি কিতাব হলো: 'আনোয়ারুল

হাদীস' (এতে ঈমানিয়াত এবং নামায, রোযা প্রভৃতি সংক্রান্ত হাদীসসমূহ জমা করা হয়েছে)। ۞ তেমনিভাবে '৪০ ফারামীন-এ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি সংক্ষিপ্ত রিসালা। ۞ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-এর একটি রিসালা হলো: 'ফয়যানে আহলে বাইত'। এতে আহলে বাইতে আতহারের শানে ৪০টি হাদীস জমা করা হয়েছে। ۞ একইভাবে একটি রিসালা হলো: 'হার সাহাবীয়ে নবী! জান্নাতী! জান্নাতী!'। এই রিসালায় সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর ফযিলত সংক্রান্ত হাদীস ও তার ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে। ۞ 'আররাঈনে আত্তার' ১ম খণ্ড (যাতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ৪০টি হাদীসে মুবারাকা বর্ণনা করা হয়েছে), 'আরবাঈনে আত্তার' ২য় খণ্ড (এতে দরুদে পাকের ফযিলত ও বরকতের ওপর ৪০টি হাদীস জমা করা হয়েছে)। ۞ একটি কিতাব হলো: 'ফয়যানে চেহেল হাদীস', এটি ৪০টি ফরমানে- মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তার ব্যাখ্যার ওপর সংকলিত কিতাব। ۞ একইভাবে একটি কিতাব: 'মুন্তাখাব হাদীস'। ৪০টি হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। ۞ একইভাবে একটি কিতাব: 'আরবাঈনে হানাফিয়্যাহ'। নামায সংক্রান্ত ৪০টি হাদীসের সংকলন। ۞ একইভাবে একটি রিসালা: 'হাদীসে মুবারাকার নূর'। এই রিসালাটি ৩০টি হাদীসে নববী এবং তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার ওপর সংকলিত।

আল্লাহ পাক আমাদের ইলমে দ্বীন অর্জনের আগ্রহ ও শখ নসীব করুক এবং এর জন্য চেষ্টা করারও তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নেক আমল ৫৯ এর প্রতি উৎসাহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশেকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, ১২ দ্বীনি কাজেও খুব বেশি উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিন। اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নসীব হবে। কুরআন ও হাদীসে মোবারকার ইলম শেখার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করুন, শায়খে ত্বরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত "**৭২ নেক আমল**" এ ৫৯ নং রয়েছে যে, সাপ্তাহিক ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছেন? প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ ইলমে দ্বীন অর্জন হয়, নেককার লোকদের সংস্পর্শ নসীব হয়, অনেক সুন্নাত শেখা যায় এবং দোয়া কবুল হয়। আপনাদের প্রতিও আবেদন যে, দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে পাক সংক্রান্ত মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! হাদীসে পাক সংক্রান্ত কিছু মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে ২টি ফরমানে মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লক্ষ্য করুন। (১) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দ্বীনি সংক্রান্ত চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত করে আমার উম্মতের নিকট পৌঁছে দেবে আল্লাহ পাক (কিয়ামতের দিন) তাকে এমন মর্যাদার সাথে উঠাবেন যে, সে ফকীহ হবে এবং আমি কিয়ামতের দিন তার সুপারিশ করবো এবং তার জন্য সাক্ষ্য দেবো। **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৬৮, হাদীস: ২৫৮)** (২) ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক তাকে

তরুতাজা রাখুক যে আমার হাদীস শোনে, মূখস্থ করে এবং অন্যের নিকট পৌঁছায়। **(তিরমীযি, ৪/২৯৮, হাদীস: ২৬৬৫)** হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথা, কাজ, অবস্থা, মৌন সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। **(নুজহাতুল ক্বারী, ১/৮৭)** এই ইলম অর্জন করা ফরজে কিফায়াহ, যদি সকল উম্মতের মধ্যে এর আলিম পাওয়া না যায় তবে সকল উম্মত গোনাহগার হবে। **(নিসাবু উসুলে হাদীস মায়া এফাদাতে রযভিয়া, ২৮)** কুরআন মাজিদের মতো হাদীসে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও শরীয়েতের আহকামের মুল ভিত্তি। **(মুন্তাখাব হাদিসী, পৃ: ৭)** হাদীসের পথ প্রদর্শন ছাড়া আহকামে ইলাহীর ব্যাখ্যা জানা এবং কুরআনের আয়াতের উদ্দেশ্য বুঝা সম্ভব নয়। **(মুন্তাখাব হাদীস, পৃ: ৭)** কোরআনের অনেক আয়াত এমন যেগুলোর সংক্ষিপ্ত তাফসীর হাদীস থেকে হয়ে থাকে। **(মুন্তাখাব হাদীস, পৃ: ৭)** কুরআন মাজীদের পর আহকামে শরীয়তের দলীল হওয়ার মধ্যে হাদীসরই মর্যাদা। **(মুন্তাখাব হাদীস, পৃ: ২৬)** কুরআন মাজিদ ও হাদীস শরীফ উভয়ই ইসলামের কেন্দ্রিয় ভিত্তি এবং শরীয়তে বিধিবিধানের মজবুত দলীল। **(মুন্তাখাব হাদীস, পৃ: ২৬)**

ঘোষনা:

হাদীসে পাক সংক্রান্ত বাকী মাদানী ফুল তরবিয়তী হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেগুলো জানার জন্য তরবিয়তী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৯ অক্টোবর ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

হাদীসে পাক সংক্রান্ত অবশিষ্ট মাদানী ফুল:

❁ হাদীসে রাসূলের উপর ঈমান না এনে কেউ কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্যকে যথাযথ বুঝতে পারবে না আর ইসলামের উপর আমলও করতে পারবে না। **(মুন্তাখাব হাদীস, পৃ: ৩০)** ❁ ইসলামে কালামুল্লাহর(কুরআন) পরে কালামে রাসূলের স্থান। **(মিরাতুল মানাজীহ ১/২)** ❁ প্রত্যেক মানুষের উপর হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা ফরজ আর এই আনুগত্য হাদীস ও সুন্নাত না জেনে সম্ভব নয়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৯)** ❁ হাদীসকে অস্বীকার করার পর কুরআনের উপর ঈমানের দাবী একেবারে বাতিল। **(নুজহাতুল ক্বারী, ১/৩৬)** ❁ যতক্ষণ পর্যন্ত এটা জানা যাবে না যে, এটা আসলেই হাদীসে মোবারকা, ত তক্ষণ পর্যন্ত বর্ণনা করবেন না। **(ফয়যানে ফারুকে আজম, ২/৪৫১)** ❁ আল্লাহ পাকের রহমত হয়ে দুনিয়াতে আগমনকারী নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হলো: যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অকাট্য জ্ঞান হবে না আমার পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকো, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল, তার উচিত নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেওয়া। **(তিরমীযি, ৪/৪৩৯, হাদীস: ২৯৬০)** ❁ এস এম এসের SMS মাধ্যমে সূত্র ব্যতীত কোনো হাদীস সামনে পাঠাবেন না, যতক্ষণ না কোনো সুন্নী সহীহুল আকিদা মুফতি সাহেব অথবা কোনো আলিমে দ্বীনের নিকট থেকে তা যাচাই করিয়ে নিচ্ছেন। **(ফয়যানে ফারুকে আজম, ২/৪৪০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইলম বৃদ্ধির দোয়া:

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুসারে "**ইলম বৃদ্ধির দোয়া**" মূখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো এটাই।

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান বেশি দাও। **(পারা:১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত ১১৪)**

(মাদানী পাঞ্জে সূরা, পৃ: ২০৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং- ৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে

নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের

পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

☆ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ☆ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ☆ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد